সংবাদ

তারিখ ... 09 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

প্রাথমিকে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণ

দু'বছরে ৬শ স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী চালু হলেও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তথ্য নেই

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উপেক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরকে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। দুই বছরে প্রায় ছয়শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী চালু করা হলেও এসব বিদ্যালয়ের প্রকৃত অবস্থা ও অবকাঠামো সম্পর্কে কোন তথ্য নেই গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে।

২০১৩ সালে ৫০৩টি এবং ২০১৪ সালে ১২৪টি অর্থাৎ মোট ৬২৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হয়। কিন্তু শিক্ষক স্বল্পতা, পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও চেয়ার-টেবিল না থাকা এবং অভিভাবকদের অনাগ্রহের কারণে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় বা হচ্ছে।

এছাড়াও কোন স্কুলে কতোজন শিক্ষার্থী ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে গত দুই বছরে ভর্তি হয়েছে বা কোন স্কুলে কতটি আসন শূন্য রয়েছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য-উপাত্ত নেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরও এ সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী চালুর প্রস্তাব করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির সদস্যরা। কিন্তু গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলারা এ পরামর্শকে আমলে নেয়নি বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অণুবিভাগের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সাড়া না পেয়ে এখন ৬২৭টি বিদ্যালয়ের প্রকৃত অবস্থা বা অবকাঠামো জানার উদ্যোগ নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যালয়ের প্রকৃত সংখ্যা, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা, অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ দু'বছরে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

দু'বছরে : ৬শ স্কুলে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজন হবে কীনা এবং যে সব বিদ্যালয়ে শ্রেণী বাতিল প্রয়োজন, সে সব বিদ্যালয়ের নাম সুপারিশসহ প্রেরণের জন্য গত ১৭ সেপ্টেম্বর বিভাগীয় উপপরিচালকদের নির্দেশ দেয়া হয়।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' অনুযায়ী ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার কথা। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পাস কাঁটিয়ে অবকাঠামো ও শিক্ষক স্বল্পতায় জর্জরিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী চালু করতে গিয়ে গলদঘর্ম অবস্থায় পড়েছে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বাস্তবসম্মত রূপরেখা ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রায় পাঁচ বছর অতিবাহিত হলেও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের।

এ বিষয়ে শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন কমিটির সদস্য প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবির সংবাদকে বলেন, 'আমরা আগেই বলেছি- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করতে হবে। কিন্তু গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তা না করে নিজেরাই কিছু বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী চালু করেছে। অথচ এসব বিদ্যালয়ে অবকাঠামো নেই, শিক্ষক নেই এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী পড়ানোর মতো পরিবেশও নেই। তাহলে শিক্ষার্থীরা এসব বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হবে কেন?'

এই শিক্ষাবিদ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষাকে কীভাবে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করা যায় সে সম্পর্কে ২০১১ সালে তৎকালীন গণশিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু সচিব পরিবর্তনের পর ওই কমিটির প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখেনি। কাজেই মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতা থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট কারো মতামত না নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করা সম্ভব নয়।'

২০১৩ সালে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী চালু করা হয়েছে এবং যেসব শিক্ষার্থী ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয় তারা এবার অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। কিন্তু এসব শিক্ষার্থীর জেএসসি সনদ দেয়া নিয়েও দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা বা জটিলতা দেখা দিয়েছে। জেএসসি পরীক্ষা নেয়া হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনের শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে। তাদের রেজিস্ট্রেশনও দিয়েছে শিক্ষা বোর্ড।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান কয়েকদিন আগে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের যে স্কুলগুলোতে অষ্টম শ্রেণী আছে সেখানে আমরা সনদ দেব, অন্য স্কুলে পড়লে সেখান থেকেও সনদ দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ সংবাদকে বলেন, 'জেএসসি পরীক্ষা নিচ্ছি আমরা। সনদও আমরা দেব। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জেএসসি পরীক্ষার সনদ দিতে পারবে না। তারা শুধুমাত্র পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সনদ দিতে পারবে।'

শিক্ষানীতিতে ২০১১-১২ অর্থবছর প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার অর্থাৎ এ শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণের কার্যক্রম জোরালোভাবে শুরু করার কথা থাকলেও ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রায় ৩৭ হাজার সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০৩টি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী চালু করা হয়। পরবর্তীতে সরকার আরও প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছে। সবমিলিয়ে বর্তমানে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৬৩ হাজার ৮৬৪টি। দেশে এখন আর কোন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' এ। নীতি বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ে অবকাঠামোগত আবশ্যকতা মেটানো এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের কথাও বলা হয়েছে। আর ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করার লক্ষে নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের কথা বলা হলেও এ বিষয়ে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তেমন মনোযোগ নেই বলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।